এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৩১, সাপ্তাহিক ০১ নভেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 01 Nov 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 31, Rs. 2

ডিসেম্বরেই নতুন রূপে শিলিগুড়ি জংশন



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার স্টেশন পরিদর্শন শেষে এই কথা জানান কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারাহ।

ডিআরএম জানান, স্টেশনের বাইরে থাকা বুকিং কাউন্টার ইতিমধ্যেই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হলে যাত্রীদের সুবিধার্থে লিফট-সহ একাধিক উন্নত পরিষেবা চালু হবে।

পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনের উন্নয়নের কাজ ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাজও দ্রুত শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত ডবল লাইন রেল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও আশার কথা শুনিয়েছেন ডিআরএম। তাঁর বক্তব্য, ইতিমধ্যেই ফর্ম এ এবং ফর্ম বি জমা পড়েছে। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি জংশন, এনজেপি ও টাউন স্টেশনের উন্নয়ন ঘিরে রেলযাত্রীদের প্রত্যাশা বাড়ছে। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গের রেল পরিকাঠামো ও যাত্রী পরিষেবায় আরও উন্নতি হতে পারে।

পাপড়ের প্যান্ডেলে কালীপুজো, খুঁটিপুজো হায়দরপাড়া যুব সংঘের



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অভিনব ভাবনায় কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু করল শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া যুব সংঘ। সোমবার হায়দরপাড়ার বিবাদী সরণিতে পুজোর খুঁটিপুজো সম্পন্ন হয়। এবারের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ পাপড় দিয়ে তৈরি প্যান্ডেল। পাশাপাশি থাকছে কৃষ্ণ কালী প্রতিমা।

হায়দরপাড়া যুব সংঘের সভাপতি সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোকে ঘিরে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এবারের প্যান্ডেলের অভিনব ভাবনা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একাধিক সামাজিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বস্ত্রদান কর্মসূচি। ধর্মীয় উৎসবের আনন্দের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই উদ্যোক্তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতির পর্ব। এবার পাপড়ের অভিনব প্যান্ডেল ও কৃষ্ণ কালী প্রতিমা নিয়ে দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে প্রস্তুত হায়দরপাড়া যুব সংঘের কালীপুজো।

পুলিশকর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় উদ্যোগ, জিআরপির শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপুলিশকর্মীদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে শিলিগুড়ি জিআরপির উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হলো।



মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধী চকে অবস্থিত শিলিগুড়ি জিআরপি হেডকোয়ার্টারে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে মহিলা ও পুরুষ পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা-সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করেন উপস্থিত মহিলা ও পুরুষ চিকিৎসকরা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির এসআরপি ইনচার্জ বিশপ সরকার, রেলের একাধিক ডিএসপি, পুলিশ লাইন হেডকোয়ার্টারের আরআই-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। শিবিরে উপস্থিত এসআরপি বিশপ সরকার ও চিকিৎসকদের ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানায় শিলিগুড়ি জিআরপি হেডকোয়ার্টার কর্তৃপক্ষ।

জানা গিয়েছে, পুলিশকর্মীদের শারীরিক সুস্থতা ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখতে প্রতি বছরই এ ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পুলিশকর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের সুস্থ রাখার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথে

সামনে কালীপুজো ও দীপাবলি। অমাবস্যার অন্ধকারে জ্বলে উঠবে আলোর প্রদীপ। কিন্তু শুধু ঘর আলোকিত করলেই হবে না, আলো জ্বালাতে হবে মানুষের মনেও।

কালীপুজো আমাদের শেখায় অশুভ শক্তির বিনাশ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস। দীপাবলি দেয় অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথে এগিয়ে চলার বার্তা। অথচ আজও সমাজে দারিদ্র্য, হিংসা, বিদ্বেষ, হতাশা ও অসহায়তার অন্ধকার রয়ে গিয়েছে।

আসুন, এই উৎসবে আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই, অভাবী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাই, একাকী প্রবীণদের খোঁজ নিই। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে স্থানীয় কুমোরদের পাশে দাঁড়াই। শব্দবাজি এড়িয়ে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ দীপাবলি উদ্‌যাপন করি।

মনে রাখতে হবে, একটি ছোট্ট প্রদীপও অন্ধকার দূর করতে পারে। তেমনই একটি মানবিক উদ্যোগ বদলে দিতে পারে কারও জীবন। ঘৃণার বদলে ভালোবাসা, হিংসার বদলে সহমর্মিতা এবং হতাশার বদলে আশার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে, ইতিবাচক ভাবনা ও মানবিক উদ্যোগই পারে সমাজকে সুন্দর করে তুলতে।

আসুন, এবারের কালীপুজো ও দীপাবলিতে সংকল্প নিই;অন্ধকার দূর করব, আলো ছড়াব।

আলো জ্বলুক ঘরে, আলো ফুটুক মনে।



দামোদর মাসে দীপদানের মাহাত্ম্য, শিলিগুড়ি ইসকনে বিশেষ আয়োজন



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ভক্তি, প্রেম ও আধ্যাত্মিক সাধনার বার্তা নিয়ে শুরু হচ্ছে পবিত্র দামোদর মাসের বিশেষ দীপদান উৎসব। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে কার্তিক মাস হিসেবে পরিচিত এই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, দামোদরাষ্টকম পাঠ, হরিনাম সংকীর্তন ও প্রদীপ নিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানিয়েছেন, ২৬ অক্টোবর, সোমবার থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে এই বিশেষ আয়োজন শুরু হবে। অনুষ্ঠান চলবে আগামী ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত।

দামোদর মাসের মূল আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্মরণ। পুরাণকথা অনুসারে, দুষ্টুমি করার জন্য মা যশোদা যখন বালক কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন, তখন অসীম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার কাছে নিজেকে বাঁধতে দিয়েছিলেন। এই লীলাই দামোদর লীলা নামে পরিচিত।

এই কাহিনির মধ্য দিয়ে ভক্তদের কাছে এক গভীর বার্তা পৌঁছে যায়; ধনসম্পদ, ক্ষমতা কিংবা জাগতিক শক্তি দিয়ে নয়, বিশুদ্ধ প্রেম ও নিষ্কাম ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব।

কার্তিক মাসে দীপদানকে বিশেষ ভক্তিমূলক সাধনা হিসেবে দেখা হয়। এই উপলক্ষে ইসকন-সহ বিভিন্ন বৈষ্ণব মন্দিরে দামোদরাষ্টকম পাঠ, কীর্তন ও প্রদীপ নিবেদনের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা নিবেদন করেন এবং নিজের জীবন, পরিবার ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন।

দীপদানের সময় প্রচলিত দামোদরাষ্টকমের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ এবং মা যশোদার স্নেহের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের লীলা স্মরণ করা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই সাধনা হৃদয়ে ভক্তির আলো জ্বালাতে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করতে সাহায্য করে।

দামোদর মাসের মূল শিক্ষা হলো, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর অন্যতম পথ নিখাদ ভালোবাসা ও আন্তরিক ভক্তি। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই শিলিগুড়ি ইসকনে মাসব্যাপী দীপদান ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মূল্যবোধের শিক্ষায় সাফল্য সিরিন আলমের, স্বপ্ন দেশসেবার



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির হায়দরপাড়া অঞ্চল বাজারের মেয়ে সিরিন আলম। মেধা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা এবং মূল্যবোধের শিক্ষাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে নজর কেড়েছিলেন এই মেধাবী ছাত্রী। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করছেন সিরিন। ভবিষ্যতে উচ্চ প্রশাসনিক পদে কাজ করার সুযোগ পেলে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি করে অবদান রাখতে চান তিনি।

সিরিনের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাঁর পরিবার, বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং জীবনের প্রতি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। শিলিগুড়ির সেবক রোডের সারদা শিশু তীর্থে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তিনি। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতির নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়েও গড়ে উঠেছে তাঁর মূল্যবোধ। মাতৃবন্দনা থেকে ভোজন মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র থেকে প্রাতঃস্মরণ;এই সমস্ত অনুশীলন ছিল তাঁর বিদ্যালয়জীবনের নিয়মিত অংশ।

সিরিন মনে করেন, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সারদা শিশু তীর্থের পাঠদান, নিয়মানুবর্তিতা এবং মূল্যবোধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার শিক্ষাও তিনি পেয়েছেন এই বিদ্যালয় থেকে।

তাঁর জীবনে বাবা ও মায়ের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাবা সামসুল আলম একজন শিক্ষক এবং মা ইসমেতারা বেগম একজন শিক্ষিকা। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের কাছ থেকে সঠিক শিক্ষা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছেন সিরিন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের জন্য কাজ করা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই ভাবনাও তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছে পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও সিরিনকে অনুপ্রাণিত করে। নিজের পড়াশোনা শেষ করে ভবিষ্যতে উচ্চ প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলে মানুষের কল্যাণে এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে চান তিনি। তাঁর কাছে সাফল্য মানে শুধু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা নয়, বরং নিজের শিক্ষা ও যোগ্যতাকে বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগানো।

সিরিনের বাবা সামসুল আলম ইতিমধ্যেই মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। কন্যার মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চেতনা গড়ে তোলার ভাবনা থেকেই তিনি ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতির ভাবধারায় পরিচালিত সারদা শিশু তীর্থের সেবক রোড শাখায় সিরিনকে ভর্তি করেছিলেন। বর্তমানে সামসুল আলম আর মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নেই।

জাতি-ধর্মের বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পরিবেশ কীভাবে গড়ে তোলা যায়, সেই ভাবনারও প্রতিফলন দেখা যায় সিরিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনার যে বার্তা দেওয়া সম্ভব, সেই ভাবনার অনুপ্রেরণাও তিনি অনেকটা পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে।

মেধা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশসেবার স্বপ্ন;এই চারটি বিষয়কে সঙ্গী করেই এগিয়ে যেতে চান সিরিন আলম। তাঁর চিন্তাভাবনা, জীবনদর্শন এবং সাফল্যের কাহিনি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে।

খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়ে কী বলছেন সিরিন আলম? পড়াশোনা, বিদ্যালয়ের শিক্ষা, পারিবারিক অনুপ্রেরণা, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শুনুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ ও ইউ টিউবের ভিডিওতে।

সুরের জগতে বিস্ময়, মেঘাস্মৃতির স্বপ্ন বিশ্বজয়



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃরবীন্দ্রভারতীতে সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা, আমেরিকাতেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠ দিচ্ছেন ২১ বছরের শিল্পী।

এক কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে নজরুলগীতি, ভাটিয়ালি থেকে কীর্তন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে জাপানি ও পাশ্চাত্য সুর;সঙ্গীতের নানা ধারায় অনায়াস বিচরণ মেঘাস্মৃতি সরকারের। মাত্র ২১ বছর বয়সেই সঙ্গীতকে শুধু ভালোবাসা নয়, গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় করে তুলেছেন তিনি। স্বপ্ন একদিন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার।

শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর, ঘোঘোমালি মেইন রোডের বকুলতলা মোড়ের কাছে বাড়ি মেঘাস্মৃতির। শৈশব থেকেই সুরের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী অর্চিতা সেনের হাত ধরে শুরু হয় তাঁর সঙ্গীতচর্চার যাত্রা। আজ সেই সাধনাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে গবেষণার জগতে। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আধুনিক গান, ক্ল্যাসিক্যাল ও সেমি-ক্ল্যাসিক্যাল, লোকসঙ্গীত, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ভজন;বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি হিন্দি, অসমিয়া, জাপানি ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও সাবলীল মেঘাস্মৃতি। সঙ্গীতের জন্য পেয়েছেন বহু পুরস্কার ও স্বীকৃতি। পাশাপাশি অনলাইনে আমেরিকার ফ্লোরিডার মতো জায়গায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠও দিচ্ছেন তিনি।

তবে পুরস্কার কিংবা পরিচিতিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছনো, তার নানা দিক নিয়ে পড়াশোনা করা এবং নিরন্তর নিজেকে সমৃদ্ধ করাই তাঁর সাধনার মূল মন্ত্র। দিন-রাতের সেই অনুশীলনের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন।

নতুন প্রজন্মের প্রতিভা নিয়ে যাঁরা হতাশা প্রকাশ করেন, মেঘাস্মৃতির মতো তরুণ শিল্পীরা তাঁদের ভাবনাকে নতুন করে দেখার সুযোগ করে দেন। সঠিক লক্ষ্য, অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতার জোরে আজও তরুণ প্রজন্ম যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে, তারই উদাহরণ তিনি।

মেঘাস্মৃতি বিশ্বাস করেন, সঙ্গীত ও সৃজনশীলতা মানুষের মনকে সুস্থ রাখতে এবং মানসিক সমস্যার চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই তাঁর কাছে সঙ্গীত শুধু শিল্প নয়, ইতিবাচক জীবনবোধেরও এক শক্তিশালী মাধ্যম।

শুনুন মেঘাস্মৃতির সঙ্গীতভাবনা, তাঁর স্বপ্নের কথা এবং বিভিন্ন ধারার গানের কিছু নির্বাচিত পরিবেশনা। সুরের সাধনায় তাঁর এই পথচলা আগামী দিনে আরও বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করুক।

ক্যান্সার রোগীর পাশে পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃউৎসবের আনন্দের আবহে মানবিকতার নজির গড়ল পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। প্রয়াত পূর্ণিমা বসুর সমাজসেবার আদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়ে ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ শিলিগুড়ির লেকটাউনে ট্রাস্টের কার্যালয়ে এক মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লির বাসিন্দা, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের রেডিওথেরাপি বিভাগে চিকিৎসাধীন ৬০ বছর বয়সি ক্যান্সার আক্রান্ত মালতী সেনের হাতে জরুরি ওষুধ কেনার জন্য পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন কলকাতার স্কুল শিক্ষিকা পামেলা বসু। তিনি প্রয়াত পূর্ণিমা বসুর নাতনি। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসুর উপস্থিতিতে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাবনায় মালতী দেবীকে চন্দনের তিলক, উত্তরীয় ও মালা পরিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে প্রতীকীভাবে বরণ করা হয়। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয় এই বিশেষ পর্ব।

নীতিশ বসু জানান, অসহায় মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি খুঁজে নিয়ে তাঁদের সেবা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, এ ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পূর্বজদের সমাজসেবার আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

শিলিগুড়ি সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মদন ভট্টাচার্যের সুপারিশে মালতী সেনকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ক্যান্সার রোগীদের কল্যাণে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজ, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের কাছে ক্যান্সার হসপিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ কর্মসূচির শুরুতেই তাঁকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সুমিতা দাস, চঞ্চল বসু, অভিজিৎ চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না রায় ও পাঞ্চোলি চক্রবর্তী-সহ একাধিক সমাজকর্মী উপস্থিত ছিলেন। মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সমাজসেবার মধ্য দিয়ে উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল বার্তা।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

বাউল সুরে অনাথ শিশুদের স্বপ্ন গড়েন সঞ্জয় মহারাজ



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাউল গান তাঁর কাছে শুধু সংগীত নয়, জীবন গড়ার এক অনন্য সাধনা। শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়ায় অবস্থিত পরমানন্দ যোগানন্দ অনাথ আশ্রমের মহারাজ সঞ্জয় মহারাজ বাউল গানের সুরে খুঁজে পেয়েছেন মানবসেবার এক ভিন্ন পথ।

পূর্ণদাস বাউল, পরীক্ষিত বালা-সহ বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সঞ্জয় মহারাজের কথায়, বাউল একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন, যা মানুষকে সুন্দর জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা দেয়।

আশ্রমের অনাথ শিশুদের পড়াশোনা, বইপত্রের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাউল গানকেই হাতিয়ার করেছেন তিনি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাউল গান পরিবেশন করে যে সহযোগিতা পান, তা শিশুদের শিক্ষা ও জীবন গঠনের কাজে ব্যয় করেন।

সুরের সাধনার সঙ্গে মানবসেবার এমন মেলবন্ধন সত্যিই অন্য রকম। বাউল গানের মাধ্যমে অনাথ শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানোই সঞ্জয় মহারাজের এই সাধনার মূল লক্ষ্য।

সঞ্জয় মহারাজের মুখে তাঁর জীবনদর্শন, মানবসেবার কথা এবং বাউল গানের সুর শুনুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 31

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)